প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা

ডিপিএড

পেশাগত শিক্ষা

প্রথম খণ্ড

তথ্যপুস্তক

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)
ময়মনসিংহ
ডিসেম্বর ২০১৯

প্রথম সংস্করণ ও পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৪	পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯
লেখক মিসেস মেহেরুননেছা গোলাম কিবরিয়া ড. হ্যাপি দাস ড. অসীম দাস এ বি এম আহসান রকিব শাহরিয়ার শফিক ড. অসীম দাস (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৫) শাহরিয়ার শফিক (পরিমার্জিত সংস্কারণ ২০১৫) 'একীভুত শিক্ষা' অংশ পরিমার্জন (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৫) শাহ্নাজ পারভীন শেখ মোঃ রায়হান উদ্দিন ড. মোহাম্মদ তারিক আহসান মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম মোঃ মুজিবর রহমান মোঃ মুরশীদ আকতার মনিরা হাসান 'প্রাক-পাথমিক শিক্ষা' অংশ পরিমার্জন (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৫) রঙ্গলাল রায় মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম মোঃ মুরশীদ আকতার আবু হেনা মাশুকুর রহমান মোঃ মাহফুজুর রহমান ইকবাল হোসেন গোলাম কিবরিয়া মোছাঃ মুস্তকিমা খানম	**লেখক** অধ্যাপক ড. শারমিন হক অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার অধ্যাপক কাজী আফরোজ জাহান আরা মো: আলমগীর হোসেন মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ড. মো: সাইফুল মালেক তাপস কুমার বিশ্বাস ওয়ালিউল্লাহ মাহফুজুর রহমার জুয়েল মনিরুল ইসলাম মনিরা ইয়াসমিন
বিশেষজ্ঞ পাঠক ড. আবুল এহসান আনিসা হক ড. হ্যাপি দাস	**বিশেষজ্ঞ পাঠক** অধ্যাপক ড. মো: আজহারুল ইসলাম
পরামর্শক আনিসা হক জেন ডেবুরু	**পরামর্শক** -
কারিগরি পরামর্শক ও গ্রুপ লিডার ড. হ্যাপি দাস সিরাজ উল্যা (এপ্রিল ২০১১-ডিসেম্বর ২০১১)	**কারিগরি পরামর্শক ও গ্রুপ লিডার** -
কারিগরি পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান প্রফেসর শামিম আহমেদ টিম লিডার ডিপিএড কার্যক্রম	**কারিগরি পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান** মো: আলমগীর হোসেন মোহাম্মদ মজিবুর রহমান
সম্পাদনা প্রফেসর সালমা আখতার ড. আবুল এহসান	**সম্পাদনা** মো: আলমগীর হোসেন

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার মানোন্নয়নে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) কোর্সটি সুদীর্ঘকাল উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক সি-ইন-এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শিখন চাহিদায় পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে শিক্ষক-উন্নয়ন কার্যক্রমেরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রচলিত সি-ইন-এড কোর্সটিকে পরিবর্তন করে ২০১১ সালে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডিপিএড এর ৭টি বিষয়ের ১০টি তথ্যপুস্তক ও ইন্সট্রাক্টরদের জন্য ১০টি নির্দেশিকা ছাড়াও শিক্ষাক্রম, মূল্যায়ন নির্দেশিকা, পিটিআই শিক্ষার্থী এবং প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের জন্য ৩টি নির্দেশিকাসহ মোট ২৯টি ডিপিএড সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে ২০১২ সালের জুলাই মাস থেকে ৭টি পিটিআইতে ডিপিএড কোর্সটি চালু করা হয়। সরকার ডিপিএড কোর্সের চাহিদা মোতাবেক জনবল ও ভৌত সুবিধা সৃষ্টি করার প্রয়োজনে পিটিআইসমূহে পর্যায়ক্রমে এই কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরীক্ষামূলকভাবে চালুকৃত কোর্সটি সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে ২০১৩ সালের জুলাই মাস থেকে ২৯টি, ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৩৬টি, ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৫০টি, ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৬০টি এবং ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস হতে ৬৬টি পিটিআইতে তা সম্প্রসারিত হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণের পর ২০১৯ সালে ৬৭টি পিটিআইতে ডিপিএড কোর্স চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রচলিত সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) থেকে ডিপিএড কোর্সটির ধ্যান ধারণাসহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নতুন। কোর্সটিকে মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে কোর্স সামগ্রী ও নির্দেশিকা সামগ্রীগুলোতে পিটিআই এর প্রয়োজনে পরিমার্জন প্রয়োজন হয়। সে অনুসারে ২০১৪ সালে পুস্তকগুলোতে মুদ্রণভ্রান্তিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সুপারিশকৃত কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ডিপিএড কোর্সের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিবছর পিটিআইসমূহ মনিটরিং করে। নেপ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ১০টি মনিটরিং প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। উক্ত মনিটরিং প্রতিবেদন, পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং সুপারিনটেনডেন্টগণের সুপারিশের আলোকে ২০১৫ সালে কোর্স সামগ্রী এবং নির্দেশিকা বইগুলোতে কিছু নতুন বিষয় সংযোজন এবং উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু এবং নির্দেশনা বাস্তব ও মানসম্পন্ন করে পরিমার্জন করা হয়েছে। এই কোর্সটির টিম লিডার এবং গ্রুপ লিডারগণ মনিটরিং রিপোর্টের তথ্য ও সুপারিশ বিশ্লেষণ করে উল্লিখিত ডিপিএড সামগ্রীগুলোতে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, সংযোজন ও বিয়োজন

করেছেন। সফলভাবে পরিমার্জনের কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব মোঃ নাজমুল হাসান খান, মরহুম মোঃ ফজলুর রহমান, টিম লিডার প্রফেসর শামিম আহমেদসহ গ্রুপ লিডার, লেখক এবং সম্পাদকবৃন্দকে আমি জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এই পরিমার্জন কাজে নেপ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ডিপিএড কোর্সের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা (নেপ) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। সেপ্রেক্ষিতে আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৮ সালে ১০টি ডিপিএড কোর্স সামগ্রী-তথ্যপুস্তক এবং পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ১০টি নির্দেশিকা পরিমার্জন করে। এক্ষেত্রে এনসিটিবি এর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের সাথে ডিপিএড এর বিষয়বস্তুর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। তাছাড়া এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত শিক্ষক সংস্করণের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সাথে মিল রেখে ডিপিএড এর পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আই.ই.আর কর্তৃক নির্বাচিত লেখকবৃন্দ, রিভিউয়ারগণ এবং ডিপিএড টিম যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আই.ই.আর এর পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার এবং ডিপিএড কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক ড. শারমীন হক বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, সেজন্য আমি পরিচালক মহোদয়, কোর্ডিনেটর ও ডিপিএড টিম এর নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আমাদেরকে অনেক সহযোগিতা করেছেন। সেজন্য আমি পরিচালক মহোদয় ও তাঁর সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। অনুরূপভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয় বিভিন্নভাবে সহায়তা ও পরামর্শ দিয়েছেন, সেজন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) মহোদয়সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সুচিন্তিত নির্দেশনায় এই পুস্তকগুলোর কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন সম্ভব হয়েছে। সেজন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি মনে করি এই পরিমার্জিত পুস্তকগুলো পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহায়তা দিয়ে কোসটির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মান অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মোঃ শাহ আলম
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ।

পরিমার্জিত সংস্করণের ভূমিকা ২০১৯

ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ কার্যক্রম সম্পন্ন করার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জন করবেন বলে আশা করা যায়। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আইইআর এ কার্যক্রমের সাথে আনুষ্ঠানিক ভাবে যুক্ত হয়। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী আইইআর ডিপিএড কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীবৃন্দের সনদ প্রদান করার পাশাপাশি এ কার্যক্রমের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করছে। সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে ডিপিএড শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জন অন্যতম।

শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জনের কাজ একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সম্পাদন করা হয়েছে। এ পরিমার্জনের একটি অন্যতম ভিত্তি ছিল ডিপিএড মানোন্নয়নের ক্ষেত্র শনাক্তকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত চাহিদা নিরূপণ (Need assessment)। পরিমার্জনের প্রথম ধাপটি ছিল বর্তমানে প্রচলিত ডিপিএড শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পর্যালোচনা। চাহিদা নিরূপণ থেকে ডিপিএড কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকের ওপর প্রাপ্ত ফলাফল এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রম ও পুস্তক মূল্যায়ন নীতিমালা অনুসরণ করে পর্যালোচনার বিষয়ভিত্তিক সূচক নির্ধারণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞ পর্যালোচকগণ নির্ধারিত সূচকসমূহের আলোকে শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন তৈরি করেন।

ডিপিএড-এর প্রতি বিষয়ের শিক্ষাক্রম, তথ্য পুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জনের জন্য বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হয়। বিশেষজ্ঞ দলে আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষকবৃন্দের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক, নেপ এর অনুষদ সদস্যবৃন্দ, পিটিআই এর সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট ও ইনস্ট্রাক্টর এবং ডিপিই এর কর্মকর্তাগণ কাজ করেছেন। প্রতিটি বিষয়ের পর্যালোচনা প্রতিবেদন, চাহিদা নিরূপণ গবেষণার ফলাফল এবং পরিমার্জিত প্রাথমিক শিক্ষাক্রম অনুযায়ী একটি নির্দেশনা প্রস্তুতপূর্বক বিশেষজ্ঞ দলের নিকট সরবরাহ করা হয়। প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের ওপর অর্পিত পরিমার্জনের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করেন যা পরবর্তিকালে বিভিন্ন স্তরে পরিমার্জন ও সম্পাদনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়।

এই পরিমার্জিত সংস্করণে *পেশাগত শিক্ষা (প্রথম খণ্ড)* তথ্যপুস্তকটিতে যে পরিবর্তনগুলো স্থান পেয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলো হলো শিক্ষা ও শিক্ষক যোগ্যতা সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা, শিশুর বিকাশের ধারণা, শিশু বিকাশের বিভিন্ন ডোমেইন বা ক্ষেত্র, বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম এর বিস্তারিত ধারণা (যেমন শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য, প্রান্তিক যোগ্যতা, আবশ্যকীয় শিখনক্রম), শিক্ষার্থীর ভিন্নতা, একীভূত শিক্ষার ধারণা ও নীতি, জেন্ডার সংবেদনশীল শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি।

'পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯'-এ যে সকল সংযোজন-বিয়োজন সম্পাদিত হয়েছে তা ডিপিএড কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে বিশ্বাস করছি। পরিমার্জনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, লেখক, সম্পাদক ও সমন্বয়কবৃন্দকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এই পরিমার্জন কাজে আইইআর ডিপিএড টিমের সম্মানিত সদস্যগণ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে তাঁদের ভূমিকা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকাসহ ডিপিএড মানোন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আইইআর ডিপিএড টিমকে সর্বাত্মক সহায়তা ও সমর্থন প্রদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, আইইআর-এর প্রাক্তন পরিচালকবৃন্দ অধ্যাপক মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, অধ্যাপক ড. আবদুল আউয়াল খান ও অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম এবং আইইআর এর অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সচিব, অতিরিক্ত সচিববৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি যারা ডিপিএড কার্যক্রমের মানোন্নয়নে আইইআর এর গৃহীত কর্মকাণ্ডে সমর্থন দিয়ে আসছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও পরিচালক (অর্থ ও সংগ্রহ) সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি জানাচ্ছি অশেষ কৃতজ্ঞতা যারা বিভিন্ন সময়ে আইইআর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর বর্তমান ও প্রাক্তন মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ যারা এ পরিমার্জন কাজে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে, ‘পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯’ ডিপিএড কোর্সের মানোন্নয়ন তথা প্রাথমিক শিক্ষকগণের প্রত্যাশিত শিক্ষকমান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করছি।

অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার
পরিচালক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. শারমিন হক
কো-অর্ডিনেটর (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)
ডিপিএড মান উন্নয়ন কর্মসূচি
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল মালেক
কো-অর্ডিনেটর
ডিপিএড মান উন্নয়ন কর্মসূচি
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
	শিক্ষার ধারণা ও শিক্ষক যোগ্যতা	
১	শিক্ষার ধারণা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিক্ষার উপাদান শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব শিক্ষক যোগ্যতা	
	শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ	
২	শিশু কে? শিশু একটি পূর্ণাঙ্গ মানবসত্ত্বা শিশু সম্পর্কে আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস শিশুর বৈশিষ্ট্য শিশুর বিকাশে মস্তিষ্কের ভূমিকা শিশুর বিকাশের নীতি ও ধারণা বিকাশের নীতি বিকাশের ধারণা শিশুরবৃদ্ধি পরিনমন বা পরিপক্কতা (Maturity) বিকাশ ও বৃদ্ধির নিয়ামক শিশু বিকাশের স্তর (বয়ঃক্রম) গর্ভকাল (Intra-uterine embryo and fetus) নবজাতক (Infancy) প্রাক-শৈশব (Toddler or Babyhood) বাল্যকাল (Early Child Childhood) বাল্যকাল/প্রাইমারি (Late Child Childhood) বয়ঃসন্ধিকাল বা কৈশোর (Puberty or Pre-adolescent period) তরুণ বয়স (Adolescent period) বিকাশের বিভিন্ন ডোমেইন বা ক্ষেত্রসমূহ শারীরিক বিকাশ (Physical development) বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ (Social and Emotional	

	development) সামাজিক বিকাশ আবেগিক বিকাশ ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ (Language& Communicati development) ভাষার উপাদান যোগাযোগ অভিযোজন /আত্মনির্ভরশীলতার বিকাশ (Self-help) খেলা (Play Skill development) অভিভাবক ও শিক্ষকের করণীয় বিলম্বিত বিকাশের লক্ষণ ও করণীয় লেভ ভিগট্স্কির সামাজিক-সাংস্কৃতিক তত্ত্ব (Soio-cultural theory) ব্রনফ্রেনব্রেনারের বাস্তুসংস্থান তত্ত্ব (Ecocological System Theory)	
৩	**বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মূলনীতিসমূহ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখনক্ষেত্র প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম মেট্রিক্স প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখন পরিবেশ (Learning environment) প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিখন-শেখানো কাজে শিখন সামগ্রী ও উপকরণ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন-শেখানো কার্যক্রম **কয়েকটি বিশেষ শিখন-শেখানো পদ্ধতি** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন মানদণ্ড	
৪	**বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা** প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য	

	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রান্তিক যোগ্যতা বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা শিখনক্রম ও আবশ্যকীয় শিখনক্রম শিখনফল	
৫	**একীভূত শিক্ষা**	
	একীভূত শিক্ষার ধারণা - দর্শন ও যৌক্তিকতা একীভূত শিক্ষার বিকাশ একীভূত শিক্ষার লক্ষ্যদল ঝুঁকিগ্রস্থ শিশু নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর শিশু সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শিশু শারীরিক, বিকাশজনিত প্রতিবন্ধিতা ও অটিজম শিখন সামর্থ্যের ভিন্নতা- অতিঅগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া শিশু (শিক্ষক ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার/অংশীজন) ভিন্নতাকে গ্রহণ করার মনোভাব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একীভূত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে একীভূত শিক্ষার আলোকে অভিযোজন	
৬	**শিক্ষায় জেণ্ডার প্রসঙ্গ**	
	জেন্ডার ধারণা জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেন্ডার সংবেদনশীল শিখন-শেখানো কার্যক্রম	